আউটসোর্সিং শ্রমিকদের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা

তারিখঃ ২৪ শে ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিঃ

স্থানঃ শ্রম ভবনের সম্মেলন কক্ষ

মতবিনিময় সভার শুরুতে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান বাংলাদেশ আউটসোর্সিং কর্মচারী কল্যাণ পরিষদ ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থার আউটসোর্সিং শ্রমিকদের স্বাগত জানান। তিনি এই শ্রমিকদের নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানে, পরিবারে ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা থাকলেও তাদের নিজেদের চাকরির কোন নিরাপত্তা নেই, ন্যূনতম শ্রমিক অধিকার ও সুরক্ষা নেই এবং তারা কোন সামাজিক সুরক্ষার আওতায় নেই মর্মে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন একজন শ্রমিক যে পরিবেশে কাজ করেন ও থাকেন দিন শেষে তিনি সেই পরিবেশের কেউ না। এটি অত্যন্ত বেদনার ও লজ্জার। কমিশন আউটসোর্সিং শ্রমিকদের শ্রমিক হিসেবে অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করবেন মর্মে তিনি জানান।

০২। কমিশনের সম্মানিত সদস্য জনাব রাজেকুজ্জামান রতন বলেন এতোদিন আমরা যে প্রবাদ জানতাম তা আজ ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আজ “কাজীর গরু গোয়ালে আছে কিন্তু কেতাবে না।” সভায় বিরাট সংখ্যক শ্রমিক দশ বছরের অধিক সময় একটি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত থাকলেও তাদের কোন আইনি সুরক্ষা নেই। এ খাতে যে বিপুল সংখ্যক তরুণ ও যুবক জনগোষ্ঠী রয়েছেন তারা তাদের ব্যক্তিজীবন ও পারিবারিক জীবনের ভবিষ্যত নিয়ে দুশ্চিন্তার ভারে বিপর্যস্ত। তিনি বলেন আপনারা এই খাতে যে অনিয়ম, দুর্নীতি ও বেদনার চিত্র বিদ্যমান রয়েছে তা যেমন তুলে ধরবেন তেমনি এ দুরবস্থা থেকে উত্তরণের বিষয়ে আপনাদের প্রস্তাব ও মতামত তুলে ধরবেন।

০৩। বাংলাদেশ আউটসোর্সিং কর্মচারী কল্যাণ পরিষদের সভাপতি জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান আউটসোর্সিং, দৈনিক মজুরিভিত্তিক, প্রকল্পে কর্মরত শ্রমিকদের পক্ষে কমিশন সমীপে স্মারকলিপি পাঠ করেন। তিনি বলেন দেশের সকল সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন দপ্তর, পরিদপ্তর ও অধিদপ্তরে প্রায় ০৬ (ছয়) লক্ষ আউটসোর্সিং, দৈনিক মজুরিভিত্তিক ও প্রকল্পে কর্মরত শ্রমিক রয়েছেন। সরকার আউটসোর্সিং (Outsourcing) প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮ প্রণয়নের মাধ্যমে অসহায় শ্রমিক কর্মচারীদের ভাগ্য নিয়ে প্রহসন করছে মর্মে উল্লেখ করেন। পরিষদের পক্ষ হতে এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কয়েকটি অনিয়ম ও দুর্নীতি তুলে ধরা হয় যা নিম্নরূপঃ

ক) একজন কর্মচারী কে ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োগের সময় নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ও ঠিকাদারের যৌথভাবে ২-৩ লক্ষ টাকার ঘুষ বাণিজ্য করে থাকেন।

খ) নিয়োগের মেয়াদ শেষ হলে নতুন টেন্ডার আহবানের মাধ্যমে নতুন জনবল নিয়োগ দেয়া হয় ফলে পুরাতন অভিজ্ঞ জনবল কে অগ্রাধিকার না দিয়ে চাকরি থেকে বিনা কারণে অব্যাহতি দেয়া হয়।

গ) আইন অনুযায়ী তারা নিয়মিত মজুরি পান না। অনেক ক্ষেত্রেই ০৬-২৪ মাসের বেতন বকেয়া রাখা হয় এবং পাওনা পরিশোধ ছাড়াই ছাটাই করে নতুন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়।

ঘ) চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলে ঠিকাদার ও নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মোটা অংকের টাকা দিতে বাধ্য করা হয়। তা না হলে বিনা কারণে চাকরি হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়।

০৪। তারা তাদের উপর বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে বলেন তারা শুধু মাসিক বেতন পেয়ে থাকেন। ২০১৫ সালের পর হতে অদ্যাবধি কোন রকম বেতন বৃদ্ধি হয়নি। তারা কোন উৎসব বোনাস, পোশাক ভাতা, সন্তানের শিক্ষা ভাতা, চিত্তবিনোদন ভাতাসহ অন্যান্য ভাতা ও সুবিধা থেকে বঞ্চিত। শ্রমিকরা কোন প্রকার ছুটি পান না। নারী শ্রমিকরা প্রসূতিকালীন ছুটিসহ কোন সুবিধা পান না। চাকরির কোন নিশ্চয়তা না থাকায় যখন তখন ঠিকাদারের খেয়ালখুশি মাফিক

চাকরিচ্যুতির শিকার হন। ভবিষ্য তহবিলসহ সকল প্রকার সামাজিক সুরক্ষার বাইরে থাকায় চাকরির অবসানে পরিবারের বোঝা হয় থাকতে হয়। অনেক হতভাগ্য আউটসোর্সিং কর্মচারী কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাদের পরিবারকে কোন মৃত্যুজনিত সুবিধা ও দাফন বাবদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয় না। চাকরির অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার স্বীকৃতি নাই এবং পদোন্নতির কোন সুযোগ নাই। নিয়মিত অতিরিক্ত কর্মঘন্টা কাজ করলেও কোন অধিকাল ভাতা প্রাপ্য হন না। চাকরিতে তারা ইনসেন্টিভ বোনাস, প্রশিক্ষণ ভাতা ও টিফিন ভাতা পান না। বিদ্যুৎ ও গ্যাস কোম্পানিতে কর্মরত স্থায়ী শ্রমিকরা কোম্পানির মুনাফার ০৫ (পাচ) শতাংশ পেয়ে থাকলেও শুধু আউটসোর্সিং শ্রমিক হওয়ার কারণে কঠোর পরিশ্রম করেও তারা মুনাফার ভাগ হতে বঞ্চিত।

০৫। একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য সরকার দায়বদ্ধ হলেও আউটসোর্সিং কর্মচারীদের সাথে রাষ্ট্র নিজেই বৈষম্যমূলক আচরণ অব্যাহত রেখে চলেছে যা দেশের সংবিধান ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী। ১৯৭২ সালের সংবিধানের মূল চেতনাকে বৃদ্ধাংগলি প্রদর্শন করে গুটিকয়েক স্বার্থান্বেষী মানুষকে দুর্নীতি ও অনৈতিক সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করতে এবং দেশের লক্ষ লক্ষ পরিবারকে মৌলিক চাহিদা যথাঃ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করতে এই নীতিমালা জারি করা হয়।

০৬। পরিষদের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত দাবিসমূহ তুলে ধরা হয়ঃ ক) অনতিবিলম্বে আউটসোর্সিং নীতিমালা, ২০১৮ নামের কালো আইন বাতিল করে সংবিধানের প্রতি সম্মান জানিয়ে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আউটসোর্সিং, দৈনিক মজুরিভিত্তিক ও প্রকল্প ভিত্তিক জনবলকে বয়স সিথিলপূর্বক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে চাকরি স্থায়ীকরণ/ জাতীয়করণ। খ) পূর্বোক্ত দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত নীতিমালার অনুচ্ছেদ- ৩(৮) অনুযায়ী সেবা ক্রয়কারী, অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণপূর্বক সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত সরাসরি সেবা প্রদানকারীর সংগেও চুক্তির মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান। গ) ঈদ, বৈশাখী ভাতাসহ সকল বোনাস প্রদান, বছরে দুইবার (ষান্মাসিক) বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা, সাম্প্রতিককালে বিনা কারণে চাকরিচ্যুতির শিকার সকল আউটসোর্সিং শ্রমিকের সকল বকেয়া মজুরি পরিশোধপূর্বক চাকরিতে পূনর্বহাল ইত্যাদি।

০৭। আউটসোর্সিং শ্রমিকদের শোষণ করে তাদের প্রাপ্য হতে বঞ্চিত করে একদল ঠিকাদারকে অনৈতিক মুনাফা লাভের যে পদ্ধতি চালু করা হয়েছে তারা তার অবসান দাবি করেন। তারা এ অন্যায়ের অবসানের লক্ষ্যে ২০২০ সাল হতে অদ্যাবধি পর্যন্ত তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে দাবি জানিয়ে আসছেন। জুলাই আগস্ট গণ অভ্যুত্থানের পর মানবিক অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে আউটসোর্সিং নীতিমালা, ২০১৮ নামক কালো আইন বাতিল করে সংবিধানের প্রতি সম্মান জানিয়ে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আউটসোর্সিং, দৈনিক মজুরি ভিত্তিক ও প্রকল্প ভিত্তিক কর্মরত দক্ষ জনবলকে বয়স শিথিলপূর্বক চাকরি স্থায়ী/জাতীয়করণ করার দাবি জানিয়ে গত ১৭.০৮.২০২৪ ও ১৯.০৮.২০২৪ তারিখে দুইটি সমাবেশ এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে গোল টেবিল আলোচনা করে তাদের সমস্যা ও সমাধানের দাবি জানিয়ে এখন পর্যন্ত কোন সুরাহা হয়নি মর্মে জানান।

০৮। নীতিমালার অনুচ্ছেদ-৭(২) অনুযায়ী আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত সেবা প্রদানকারীর সেবামূল্য সেবা প্রদানকারীর নিজ নামীয় ব্যাংক হিসাবে সেবা ক্রয়কারী কর্তৃক প্রদানের বিধান থাকলেও তা অনুসরণ করা হয় না এবং বিপুল সংখ্যক প্রতিষ্ঠান এখনো সুপরিকল্পিতভাবে আউটসোর্সিং কর্মচারীদের নিজ নামীয় ব্যাংক হিসাবের ফাকা চেকে জোরপূর্বক সেবা প্রদানকারীর স্বাক্ষর গ্রহণ করিয়ে নেন এবং প্রাপ্য বেতনের অনেক কম পরিশোধ করে বাকি টাকা অবৈধভাবে আত্মসাৎ করেন। তারা অভিযোগ করেন যে, বিগত সরকারের আমলে অনেক প্রতিষ্ঠান নীতিমালার অনুচ্ছেদ-৩(৮) সরাসরি আউটসোর্সিং কর্মচারী নিয়োগের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিকট অনুমতি চেয়েও পাননি।

০৯। সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও কর্পোরেশনগুলোতে যেসব ঠিকাদার জনবল সরবরাহ করেন তারা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত থাকায় বিদ্যমান আইন, নীতি ও বিধিমালার অনুসরণ না করে টেন্ডার বাণিজ্য ও দুর্নীতির মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করেন। আউটসোর্সিং কর্মচারীদের বঞ্চনা, অবৈধ চাকরিচ্যুতি ও ঠিকাদারের অনিয়ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে অনেকে হয়রানিমূলক মামলা ও জুলুমের শিকার হয়েছেন। ঠিকাদারের লাঞ্চনার প্রতিকার চেয়ে সেবা প্রদানকারী যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তার প্রধানের কাছে প্রতিকার চেয়ে কোন প্রতিকার পান নি। বরং তাকে বলা হয়েছে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের কেউ নন।

১০। অনেক আউটসোর্সিং কোম্পানির সাথে সেবা ক্রয়কারীর চুক্তির মেয়াদ বর্ধিত করা হলেও কর্মরত কর্মী ঘুষ হিসেবে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়। নীতিমালার অনুচ্ছেদ-৭(১) অনুযায়ী ক্রয়কারীর চাহিদা মোতাবেক অতিরিক্ত সময় সেবাদানে নিয়োজিত থাকলে চুক্তি মোতাবেক অতিরিক্ত সেবামূল্য প্রদানের বিধান থাকলেও বেশিরভাগ কর্মচারী অতিরিক্ত কর্মঘন্টা কাজ করেও কোন অধিকাল ভাতা প্রাপ্য হন না।

১১। আউটসোর্সিং কর্মচারীদের চেকবই বেশিরভাগ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান আটকে রেখে চেকবইয়ে অগ্রিম স্বাক্ষর নিয়ে নেন। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের মালিক বা ব্যবস্থাপনা কতৃপক্ষ আউটসোর্সিং কর্মচারীর চেকবই দিয়ে টাকা উত্তোলনের পর পূর্বের অবৈধ চুক্তি অনুযায়ী বেতন দিয়ে বাকি টাকা থেকে শ্রমিককে বঞ্চিত করেন।

১২। অনেক শ্রমিক জরুরি প্রয়োজনে নৈমিত্তিক ও পীড়া ছুটি পান না। অনেক শ্রমিক নিজের, সন্তানের, স্ত্রীর ও পিতামাতার অসুস্থতাজনিত চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করতে না পেরে করুণ জীবনযাপন করেন। আউটসোর্সিং কোম্পানির সার্বিক শ্রম অধিকার লংঘন ও এ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা কে অনেকেই নতুন আদম ব্যবসা, মধ্যযুগীয় মুনাফাবৃত্তি ও আধুনিক দাস প্রথা বলে অভিহিত করেন।

১৩। এছাড়া পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন ১৩ টি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল আউটসোর্সিং ও দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিক কর্মচারীদের বাস্তব সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন সকল কোম্পানির অস্থায়ী কর্মচারী কল্যাণ পরিষদের পক্ষে কমিশনের নিকট প্রস্তাবনা ও মতামত প্রদান করা হয়। দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি জ্বালানি খাতের অধীন পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন ১৩ টি প্রতিষ্ঠানের আউটসোর্সিং ও দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারীদের নিরলস প্রচেষ্টায় শিল্প কারখানা,বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জ্বালানি চাহিদা পূরণ করে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে অপরিসীম ভূমিকা রাখছে। এ খাতে প্রায় ৪৪৫০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছেন যারা বেতন, দৈনিক কর্মঘন্টা, সাপ্তাহিক কর্মঘন্টা, সকল প্রকার ছুটি, উৎসব বোনাস, এক্সগ্রেসিয়া বোনাস, বার্ষিক লভ্যাংশ, পোশাক ভাতা, ইনসেন্টিভ, ইক্রিমেন্ট, চিত্ত বিনোদন ভাতা, সন্তানদের জন্য শিক্ষা সহায়তা ভাতা, ভবিষ্য তহবিল, ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার(সংগঠনের অধিকার), দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যু বা পঙ্গুত্ববরণ করলে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও চাকরির নিরাপত্তাসহ নানা মৌলিক শ্রম অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। একই প্রতিষ্ঠানে একই পদে কর্মরত আউটসোর্সিং কর্মচারী ও স্থায়ী কর্মচারীদের মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঠিকাদার সংস্থাগুলো চুক্তিতে সেবা ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের নিকট জনবল সরবরাহ করে সরবরাহকৃত শ্রমিকের সুরক্ষার জন্য কোন দায়িত্ব পালন না করেই ০৫-২৫% সার্ভিস চার্জ মাসিক কমিশন বাবদ পেয়ে থাকেন। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী ঠিকাদার সংস্থাগুলো কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর হতে রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স গ্রহণ করে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বিধিমালায় প্রদত্ত শ্রমিকের সকল অধিকার প্রদান ও সুরক্ষা নিশ্চিতের শর্ত লঙ্ঘন করলেও শ্রম পরিদর্শক কর্তৃক আইনের প্রয়োগ করা হয় না মর্মে উল্লেখ করা হয়। শ্রম আইনের প্রয়োগ ও প্রাপ্য আর্থিক সুবিধা দাবি করা হলে আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবাগ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮ এ সংশ্লিষ্ট বিধান ও অর্থ মন্ত্রণালয় হতে বাজেট প্রদান না করার বিষয়টি আউটসোর্সিং কোম্পানি বলে থাকেন।

১৪। আউটসোর্সিং ও দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিক কর্মচারীদের অধিকার রক্ষায় শ্রম আইনে নিম্নলিখিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়ঃ

ক) আউটসোর্সিং ও ঠিকাদারি প্রথা বাতিল করা।

খ) আউটসোর্সিং ও দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারীরা যারা দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে বয়স শিথিল করে স্থায়ী নিয়োগের বিধান প্রণয়ন করা। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে শূন্য পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগের বিধান করা

গ) নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য মহার্ঘ ভাতা প্রদান। তাছাড়া কাজের গুরুত্ব ও ঝুঁকি বিবেচনায় বিশেষ সুবিধা প্রদান।

ঘ) নিয়োজিত শ্রমিকদের নৈমিত্তিক, অসুস্থতাজনিত, প্রসূতিকল্যাণ, সাপ্তাহিক, অর্জিত ছুটিসহ অন্যান্য ছুটির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা

ঙ) শ্রমিকের উৎসব ভাতা, কোম্পানির মুনাফায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ, ভবিষ্য তহবিল, পেনশন সুবিধা ও দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু ও পংগুত্বে আর্থিক ক্ষতিপূরণের সুস্পষ্ট বিধান করা।

চ) আউটসোর্সিং কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করতে শ্রম আইন সংস্কার করা।

ছ) আউটসোর্সিং কর্মচারীদের শ্রম অধিকার লংঘনের প্রতিটি ঘটনা গুরুত্বসহকারে খতিয়ে দেখার জন্য সরকারি মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা।

১৫। কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান বলেন চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার যে অভিযাত্রা তা বাস্তবায়ন করতে হলে প্রত্যেক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করতে হবে। প্রত্যেক সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও কর্পোরেশনে কর্মরত স্থায়ী ও আউটসোর্সিং কর্মচারীদের মধ্যে বৈষম্য নিরসন করা জরুরি। এ শ্রমিকরা রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন এবং তাদের ক্ষেত্রে সামাজিক ন্যাবিচার করা হচ্ছে না। এ শ্রমিক ও তাদের পরিবার ব্যক্তিগত ও সামাজিক নিগ্রহের শিকার হচ্ছেন। চাকরির নিরাপত্তার কারণে তাদের বিবাহ ভেঙ্গে যাচ্ছে, প্রসূতিকালীন ছুটির অভাবে অনেক নারী শ্রমিক গর্ভধারণ করতে ভয় পাচ্ছেন, অনেক শ্রমিক সন্তান জন্ম দিতে ভয় পাচ্ছেন যা আমাদের সমাজের বিদ্যমান বৈষম্যের প্রতিফলন। স্বাধীনতার ৫৩ বছর পর একজন নারী শ্রমিক প্রসুতি সুবিধা পাবেন না এজন্য আমরা সবাই দায়ী ও অপরাধী। আউটসোর্সিং ব্যবসা টিকিয়ে রাখার মাধ্যমে দুজন ব্যক্তি শ্রমিক কে ঠকাচ্ছেন যথাঃ যিনি ঐ সংস্থার সেবা গ্রহণ করছেন এবং ঠিকাদার যিনি ০৫-২৫% সার্ভিস চার্জ বাবদ কমিশন গ্রহণ করছেন। রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান, সমাজ ও পরিবারকে এ দুরবস্থা থেকে সম্মিলিতভাবে বের হতে হবে। আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োজিত এই উৎপাদনশীল , দক্ষ ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সামনে কোন স্বপ্ন নেই যা চলতে দিলে জাতি মুখ থুবড়ে পড়বে। কমিশন এই জনগোষ্ঠীর শোভন কাজ নিশ্চিত করতে যত শক্তিশালী ও দৃঢ়ভাবে সুপারিশ করা দরকার সেজন্য কাজ করবে মর্মে জানান। কমিশনের ম্যান্ডেট যেহেতু শ্রমিকের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে সুপারিশ প্রণয়ন করা সেহেতু এই সুপারিশ একটি দলিল হিসেবে আলাদা তাৎপর্য ও গুরুত্ব বহন করবে। শ্রমিকের অধিকার সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে জনমত গঠনে গণমাধ্যমের বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

১৬। সম্মানিত সদস্য জনাব রাজেকুজ্জামান রতন বলেন নতুন বছর কেউ সাদরে বরণ করতে অপেক্ষা করেন আর আউটসোর্সিং কর্মচারীরা তাদের চাকরির অনিশ্চয়তায় ভোগেন। স্থায়ীকাজে অস্থায়ীভাবে আউটসোর্সিং কর্মচারীদের নিয়োগ করে যে অনিয়ম করা হচ্ছে তা যত বছর ধরে চলুক না কেন তা একটা অনিয়ম হিসেবেই দেখা দরকার। রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিক কে কাজ প্রদানে এ ধরণের বৈষম্য কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি ঠিকাদারমুক্ত চাকরির নিশ্চয়তা চান।

১৭। জনাব জান্নাতুল নাঈম, প্রতিনিধি, ঢাকা ওয়াসা জানান ওয়াসা তে জরুরি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে তারা করোনা মহামারি, ঝড়, অতিবৃষ্টি, তাপদাহ ইত্যাদি সকল প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিরলসভাবে কাজ করেও চাকরির মৌলিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত।

১৮। জনাব সঞ্জীব দত্ত, প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানান প্রতি অর্থ বছরের (জুন-জুন) টেন্ডারে ঠিকাদার কাজ পাওয়ার পর কর্মচারীদের নিকট হতে টাকা নেন। তারা গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদান করলেও নিয়মিত মজুরি পান না এবং পদের কোন স্বীকৃতি নেই। এছাড়া স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি আউটসোর্সিং পদ্ধতিকে স্বৈরশাসনতান্ত্রিক ডিজিটাল দাসপ্রথা হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এভাবে নিয়োজিত জনবলের উৎপাদনশীলতা নষ্ট হচ্ছে এবং তাদের চাকরির মনোভাব ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এটি শ্রমিকদের জন্য একটি নিবর্তনমূলক ও নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করেন। অনেক তরুন ও যুবক প্রতারণার শিকার হয়ে স্থায়ী চাকরির আশায় এখানে প্রবেশ করেন। তারা সকল বঞ্চনার ঘটিয়ে চাকরির নিশ্চয়তাসহ একটি নিরাপদ জীবন প্রত্যাশা করেন।

১৯। জনাব আদনান, প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানান তিনি ঠিকাদারের অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় নির্যাতন, মারধোর ও অপহরণের শিকার হন। অধিকারের বিষয়ে সোচ্চার হয়ে অনেক ভাই বোন কে বেতন বকেয়া রেখে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। ঠিকাদার সংস্থার এ ধরণের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে তিনি কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

২০। আউটসোর্সিং কর্মচারীদের পক্ষে একজন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি জানান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যারা ঠিকাদার সংস্থার মাধ্যমে দপ্তরি কাম প্রহরী পদে কর্মরত আছেন তারা ২৪ ঘন্টা দায়িত্ব পালন করেন যা স্পষ্টত সংবিধান ও মৌলিক মানবাধিকার এর পরিপন্থি। এ প্রতিষ্ঠানগুলো শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর হতে রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স গ্রহণ করলেও প্রতিনিয়ত শ্রম আইন লংঘন করছে যা আধুনিক দাস প্রথার শামিল। এ ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে দেশের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলের অপব্যবহার করা হচ্ছে। অনেক প্রতিষ্ঠান সরকারের নিকট হতে নিবন্ধন গ্রহণ না করেই কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ বিষয়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনপূর্বক কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

২১। জনাব নাসির চৌধুরী, প্রতিনিধি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ অন্যান্য প্রস্তাবের পাশাপাশি শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকের বীমা সুরক্ষা চান। ডাক বিভাগের প্রতিনিধি জনাব আফসানা চাকরির স্থায়ীকরণ ও প্রসূতিকালীন সুবিধার নিশ্চয়তা চান। অন্যান্য প্রতিনিধিগণ প্রশিক্ষন ভাতা, যাতায়াত ভাতা এবং মানসম্মত চাকরির নিশ্চয়তা দাবি করেন।

২২। সম্মানিত সদস্য জনাব তাসলিমা আখতার আউটসোর্সিং কর্মচারীদের পক্ষ থেকে দুটি লিখিত প্রস্তাব দাখিলের জন্য ধন্যবাদ জানান। এ খাতে প্রায় ০৬ লক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছেন যা মোট শ্রম শক্তির একটি বিরাট অংশ। নিরাপত্তা প্রহরী, কুক, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, এ সি মেকানিক ইত্যাদি মহান পেশাকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। এ খাতের শ্রমিকদের শোভন কাজ নিশ্চিত করতে তিনি শ্রম আইন ও বিধিমালার সাথে সংগতি রেখে নতুন নীতিমালা প্রনয়নের উপর জোর দেন।

২৩। মাননীয় চেয়ারম্যান, শ্রম সংস্কার কমিশন বলেন আউটসোর্সিং কর্মচারী কর্তৃক যে কাজ করানো হচ্ছে তা ০৬ মাস বা এক বছরের অধিক সময় ধরে চললেও তাদের অস্থায়ীভাবে বছরের পর বছর স্থায়ীকরণ ছাড়া কাজে নিয়োজিত রাখা হচ্ছে যা বাংলাদেশ শ্রম আইন ও মানবাধিকারের লংঘন। এটি দেশের উৎপাদন, সামগ্রিক উন্নয়ন ও প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য ক্ষতি বয়ে আনছে যা দেশের অর্থনীতির জন্য কোনোভাবেই কাম্য নয়। প্রত্যেকটি সরকারি দপ্তরে এ প্রক্রিয়ায় অস্থায়ী ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ করে সেবা গ্রহণ করা হচ্ছে। বর্তমান সরকার বৈষম্যহীন, মর্যাদা ও সমতার বাংলাদেশ গড়ার যে চেতনার উপর দাঁড়িয়ে আছে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে শ্রমিক নিয়োগ করা ও এ পদ্ধতি চলতে দেয়া সেই চেতনার সম্পূর্ণ বিরোধী। আউটসোর্সিং কর্মচারীদের পক্ষে গত ১৭/০৮/২০২৪ তারিখে সরকারের নিকট যে দাবি পেশ করা হয়েছে তা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত নতুন করে টেন্ডার আহবান না করা এবং কাউকে চাকরিচ্যুত না করার বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রমিক ভাই বোনেরা যারা তাদের দুঃখ দুর্দশা ও হয়রাণির কথা কমিশনের নিকট উপস্থাপন করেছেন তাদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন,”আজ যারা এসেছেন কিন্তু কমিশনের সামনে কথা বলতে পারেননি আপনাদের মুখের ভাষায় দুঃখ কষ্ট প্রতিফলিত হয়েছে।“ কমিশনের রিপোর্ট যেনো সুপারিশেই নিবদ্ধ না থাকে সেজন্য সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে।